জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের শুনানীতে প্রাপ্ত সুপারিশমালা

সংসদে আলোচনাসাপেক্ষে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করতে সরকারের কাছে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবী

গত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৪র্থ ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিও(ইউপিআর)অধিবেশনে প্রাপ্ত জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সুপারিশগুলো সংসদে আলোচনাসাপেক্ষে বাস্তবায়নে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার করতে সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে ১৭ টি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হিউম্যান রাইটস ফোরাম অন ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিও (ইউপিআর),বাংলাদেশ।

আজ ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ দুপুর ২.৩০ মিনিটে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র ভি.আই.পি লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই দাবী জানানো হয়। ইউপিআর অধিবেশনে সরকারের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ও মানবাধিকার, নারী অধিকার, সংখ্যালঘু অধিকার, বাসস্থানের অধিকার নিশ্চিতকরণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি দূর করার ব্যাপারে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোন অঙ্গীকার না করায় ফোরামের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে শরণার্থী বিষয়ে রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করার বিষয়ে হতাশা ব্যক্ত করা হয়।

ইউপিআর অধিবেশনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করা হয়। যেমন, নারী ও শিশুর প্রতি বিদ্যমান সব ধরনের বৈষম্য দূর করার জন্য এ বিষয়ক সকল আইন ও নীতির পূর্ণ ও কার্যকর বাস্তবায়ন এবং নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে একটি ব্যাপক কর্মকৌশল গ্রহণ, শিশু অধিকারের ক্ষেত্রে জাতীয় আইন ও এর প্রায়োগিক দিক পুনর্বিবেচনা করে এগুলোকে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা, শিশু শ্রম দূর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন, জাতীয় শিশু শ্রম নীতি চূড়ান্ত করা এবং অত্যন্ত খারাপ ধরনের শিশু শ্রম নির্মূলে কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, শরণার্থীদের মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া, মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতন বন্ধ, দারিদ্র্য ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চাকরির সুযোগ সৃষ্টি এবং সামাজিক সেবা প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ, বিভিন্ন মানবাধিকার লংঘনের প্রতিরোধ এবং প্রতিকারে বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগ,বৈষম্যমূলক বিভিন্ন আইনের সংশোধন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং বিচার বিভাগকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এই সব সুপারিশ বাস্তবায়ন বিষয়ে ইউপিআর ফোরামের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবী উত্থাপন করা হয়:

- পুনর্বীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত সুপারিশমালা আলোচনার জন্য সংসদে উত্থাপন করা।

- সুপারিশ মালা বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।
- প্রদত্ত অঙ্গীকার পর্যালোচনার জন্য মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করা। এবং
- মানবাধিকার বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করে নাগরিক সমাজের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন পর্যালোচনার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ড: ইফতেখারুজ্জামান,ব্যরিস্টার সারা হোসেন,রঞ্জন কর্মকার ও জাকির হোসেন।লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইউপিআর ফোরামের সমন্বয়ক সাঈদ আহমেদ।